গাজীপুরের টঙ্গী মডেল থানা এলাকার মোঃ জামাল আহমেদকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৪ মে ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় গাজীপুর জেলার টঙ্গী মডেল থানার আমতলী কেরানীটেক বস্তির বাসিন্দা মোঃ জামাল আহমেদ (৩২) বাড়ীতে বিদ্যুতের নতুন সংযোগ নেয়ার জন্য চেরাগআলী স্কুইব রোডে অবস্থিত ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এর অফিসে যান। কাজের এক ফাঁকে জামাল ঐ অফিসের গেইটে এলে প্রশাসনের লোক পরিচয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে। জামাল গাজীপুর-২ নম্বর সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আহসানউল্লাহ্ মাষ্টার হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন।

পরিবারের সদস্যদের ধারণা, হত্যা মামলার সাক্ষী হওয়ায় আসামীদের যোগসাজসে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) সদস্যরা জামালকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করেছে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটির ব্যাপারে সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- জামালের আত্মীয়স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ জামাল আহমেদ

কহিনুর বেগম (২৮), জামালের স্ত্রী

কহিনুর বেগম অধিকারকে বলেন, তাঁর স্বামী টঙ্গী থানা আওয়ামী যুবলীগের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক এবং গাজীপুর-২ নম্বর সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ্ মাষ্টার হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী। তিন মাস আগে র‍্যাব-১ এর এএসপি সোহেল এলাকায় এসে

তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালায়। তখন থেকেই তিনি শংকিত ছিলেন যে, সাবেক এমপির হত্যা মামলায় স্বাক্ষী হওয়ার জন্য যে কোন সময় তাঁর স্বামীকে গুম করা হতে পারে।

৪ মে ২০১১ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় বিদ্যুতের নতুন সংযোগ নেয়ার জন্য তাঁর স্বামী মরকুন গ্রামের বাসিন্দা ইলেকট্রিশিয়ান মিজান এবং ইলেকট্রিশিয়ান হালিমকে সঙ্গে নিয়ে চেরাগআলীতে বিদ্যুৎ অফিসে যান। এছাড়া জামাল মোবাইল ফোনে কহিনুরের ভাই কবির হোসেনকেও বিদ্যুৎ অফিসে যেতে বলেন।

দুপুর আনুমনিক ২.১৫ টায় কবির হোসেন মোবাইল ফোনে কহিনুরকে জানান, বিদ্যুৎ অফিসের গেইট থেকে সাদা পোশাকধারী কয়েকজন লোক তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে গেছে। এ খবর শুনে তিনি বিদ্যুৎ অফিসে যান। বিদ্যুৎ অফিসের সিকিউরিটি গার্ড জসিম উদ্দিন তাঁর স্বামীকে আটকের বিয়ষটি নিশ্চিত করেন এবং মাইক্রোবাসের নম্বরটি কহিনুরকে দেন। যার নম্বর ঢাকা মেট্রো-চ-১১-৭১০৮।

তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ও বিদ্যুৎ অফিসের সিকিউরিটি গার্ড আকরাম হোসেনের কাছে বিষয়টি জানতে চান। আকরাম হোসেন তাঁকে বলেন, একজন লোক অফিসের গেইটের কাছে চেয়ারে বসা ছিল। তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তারের পর আকরাম হোসেন ওই ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করেন, তারা কারা ? আকরাম হোসেনের কাছে তারা প্রশাসনের লোক বলে পরিচয় দেয় এবং তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে বলে দৌড় দে না হইলে গুলি করব। পরে তাঁরাও পালিয়ে যায়। তিনি অনেক জায়গায় তাঁর স্বামীকে খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে টঙ্গী মডেল থানায় গিয়ে মামলা করতে চান। থানার অফিসার ইনচার্জ গাজী রুহুল ইমাম তাঁর অভিযোগটি মামলা হিসেবে গ্রহণ না করে তাঁর অভিযোগটিকে সাধারণ ডাইরী (জিডি) হিসেবে গ্রহণ করেন। যার নম্বর ২৬৫; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১১। কহিনুর র‍্যাব-১,২ এবং ৩ এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। কর্তব্যরত র‍্যাব সদস্যরা তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি অস্বীকার করেন। অবশেষে তিনি বাদী হয়ে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত-১ এ একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর সি,আর ১৯৬২; তারিখঃ ২২/০৫/২০১১।

তিনি অধিকারকে আরো বলেন, তাঁর স্বামীকে ধরে নেয়ার ৭ দিন আগে টঙ্গীর কেরানীরটেকে গন্ডগোল হয়। এলাকার সাবু শেখের ছেলে কালু মিয়া, আমির হোসেনের ছেলে মনির হোসেন, মনিরের স্ত্রী আমেনা বেগম, নুর মোহাম্মদের স্ত্রী রুকি এবং লেংড়া দুলাল তাঁর স্বামীকে হুমকি দিয়ে বলেভতরে ৭ দিনের ভেতরে ট্যাবলেটের মত গিল্লা ফালামু, এমন কাজ করমু, তর লাশও খুঁইজা

পাইবনা। এ জন্যই তিনি ধারণা করেন, ঐ লোকগুলো এবং আহসানউল্লাহ্ মাষ্টার হত্যা মামলার আসামীরা র‍্যাব সদস্যদের দিয়ে তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে।

রাশিদা (৪৫), জামালের বোন

রাশিদা অধিকারকে বলেন, ৪ মে ২০১১ সকালে জামাল তাঁর কাছ থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে যায়। দুপুরের দিকে তিনি মোবাইল ফোনে খবর পান, বিদ্যুৎ অফিসের গেইট থেকে প্রশাসনের লোক পরিচয়ে কিছু লোক জামালকে ধরে নিয়ে গেছে। পরে এলাকার র‍্যাবের কথিত সোর্স সুন্দর মিন্টু এবং কালা মিন্টু নামে পরিচিত দুই লোক তাঁর কাছে আসে এবং জানায়, র‍্যাব সদস্যরা জামালকে ধরে নিয়ে গেছে। জামালকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তাঁর কাছে তারা টাকাও চায়। তিনি র‍্যাবের কথিত সোর্স সুন্দর মিন্টু ও কালা মিন্টুকে বার হাজার টাকা এবং কিছু জামা কাপড় কিনে দেন। এভাবে দফায় দফায় দুই মিন্টু তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে কিন্তু জামালকে ফিরিয়ে দেয়নি।

আবুল হাসেম (৬০), জামালের বাবা

আবুল হাসেম অধিকারকে বলেন, সাবেক এম.পি আহসানউল্লাহ মাষ্টারকে হত্যা করার সময় তিনি এবং তাঁর ছেলে জামাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দুর্বৃত্তরা যখন আহসানউল্লাহ মাষ্টারের বুকে গুলি করে তখন আহসানউল্লাহ মাস্টার তাঁর কাছে পানি চান। আহসানউল্লাহ মাস্টারকে পানি পান করানোর সময়ে দুর্বৃত্তদের উদ্দেশে তিনি বলেন, দেখ তোদেরকে আমি চিনি তোরা আপন মানুষ হয়ে এমপিকে গুলি করলি। তখন তারা তাঁর পায়ে তিনটা গুলি করে।চ তাঁকে আহত অবস্থায় নিয়ে টঙ্গী সেবা হাসপাতালে জামাল ভর্তি করায়। তাঁর শরীর থেকে গুলি বের করে তিনি আদালতে জমা দেন। পরবর্তীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় জামালকে স্বাক্ষী করা হয়। তিনি বলেন, মামলাটি নষ্ট করার জন্য ওই মামলার অন্য স্বাক্ষী সুমন মজুমদারকে ইতিপূর্বে র‍্যাব সদস্যরা ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আর জামালকে এখন গুম করেছে। তিনি দাবী করেন, আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলাটি শেষ করার জন্য প্রশাসনের লোক আসামীদের সহযোগীতায় তাঁর ছেলেকে গুম করেছে।

মোঃ মিজান (৩০), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ মিজান অধিকারকে বলেন, ৪ মে ২০১১ সকাল আনুমানিক ১০ টায় চেরাগআলী বিদ্যুৎ অফিসে যাওয়ার জন্য জামাল তাঁকে কয়েক বার ফোন করে। এরপর তিনি জামালের বাসায় যান এবং জামালকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে আসেন। অফিসের দোতলায় বিদ্যুতের তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। সেই মুহূর্তে জামালের শ্যালক কবির হোসেনকে অফিসে আসার জন্য তিনি ফোন করেন। কিছুক্ষণ পর কবির মটরসাইকেল নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে আসেন। কবির এসে ফোন

দিলে তিনি জামালকে নিয়ে নিচতলায় নেমে গেইটের দিকে যান। গেইটে গিয়ে একটি মাইক্রোবাসে অপেক্ষমান র‍্যাব সদস্যদের দেখতে পান। একটু পরে দেখতে পান, ৬/৭ জন লোক জামালকে ঘিরে ফেলেছে এবং মাইক্রোবাস থেকে তাঁকে বলা হয় দৌড় দে, না-হইলে গুলি করব। তখন তিনি দৌড়ে বিদ্যুৎ অফিসের দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে দেখেন, জামালকে মাইক্রোবাসে তোলা হচ্ছে এবং কাবুলী পোশাক পরা দাড়িওয়ালা চালক মাইক্রোবাস চালিয়ে তাঁকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

কবির হোসেন (২৬), জামালের শ্যালক

কবির হোসেন অধিকারকে বলেন, ৪ মে ২০১১ সকালে জামাল তাঁকে বিদ্যুৎ অফিসে যাওয়ার জন্য মোবাইল ফোন করেন। দুপুর আনুমানিক ২.১৫ টায় তিনি বিদ্যুৎ অফিসের গেইটে যান। তিনি সেখানে কয়েকজন লোককে দেখতে পান। একজন লোক তাঁকে বিভিন্ন অপ্রসাঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করে। এরপর তিনি জামালকে গেইটে আসার জন্য ফোন দেন। একটু পরেই জামাল এবং মিজান বিদ্যুৎ অফিসের ২য় তলা থেকে নেমে গেইটের কাছে আসেন। সেখানে উপস্থিত ৬/৭ জন লোক তখন জামালকে ঘিরে ফেলে। তিনি তাদের কাছে জানতে চান জামালকে কেন তারা ঘিরে ফেলেছে। সে সময়ে ছোট করে ছাঁটা চুল এবং গায়ের রং ফর্সা ও লম্বা গড়ণের এক লোক তাঁকে ঘুষি মারে এবং সেখান থেকে চলে যেতে বলে। তিনি চলে না গেলে তাঁকে গুলি করবে বলেও হুমকি দেয়। পরে মোটর সাইকেলে করে আরো দুইজন লোক ঘটনাস্থলে আসে। সে সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকা হালিমও জীবনের ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। তিনি ধারণা করেন ওই সব লোকগুলো প্রশাসনের লোক ছিল।

মোঃ জসিম (৫০), সিকিউরিটি ইনচার্জ, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, চেরাগআলী, টঙ্গী, গাজীপুর

মোঃ জসিম অধিকারকে বলেন, ৪ মে ২০১১ দুপুর ২.০০টার দিকে একজন লোক অফিসের ভেতরে ছোট গেট দিয়ে বের হয়ে মুল গেটের দিকে যেতে দেখেন। তিনি ওই ব্যক্তিকে অনুসরণ করে মুল গেইটে যান। তিনি সেখানে দেখেন, কয়েকজন লোক এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে মাইক্রোবাসে তুলছে। মাইক্রোবাসের চালকের আসনে দাঁড়িওয়ালা কাবুলি পোশাক পরা এক লোক বসেছিল। তিনি সেখানে যাওয়ার আগেই চালক মাইক্রোবাসটি চালাতে শুরু করে। তিনি তখন ওই মাইক্রোবাসটির নম্বর লিখে রাখেন। যার নম্বর ঢাকা মেট্রো-চ-১১-৭১০৮। তিনি বলেন, লোকগুলোর চলাফেরা দেখে তিনি ধারণা করেন, লোকগুলো প্রশাসনের হবে।

সফিকুল (৩৪), প্রত্যক্ষদর্শী

সফিকুল অধিকারকে বলেন, তিনি বিদ্যুৎ অফিসের গেটের কাছে দোকানদারী করেন। ৪ মে ২০১১ দুপুরের দিকে একটি সাদা মাইক্রোবাস এসে তাঁর দোকানের সামনে থামে। মাইক্রোবাসে ৫/৬ জন

লোক বসেছিল। তিনি মাইক্রোবাসের চালককে বলেন, দোকানের সামনে গাড়ী থাকলে কাস্টমার আসবে না। চালক তাঁকে বলেন,ওমসজিদের সামনে আমার স্যার আছে। স্যার এলেই চলে যাবে তারপর মাইক্রোবাসের ভেতরে থাকা লোকগুলো নেমে যায়। কয়েক মিনিট পরে ঐ লোকগুলো একজন লোককে ধরে এনে মাইক্রোবাসে তোলে এবং সেখান থেকে চলে যায়। তিনি আর কিছু বলতে রাজি হননি।

মোঃ আকরাম (২৮), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ আকরাম অধিকারকে জানান, ৪ মে ২০১১ দুপুর ২.০০ টার দিকে তিনি ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোঃ লিঃ এর সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে গেটে দায়িত্বপালন করছিলেন। তিনি দেখতে পান, গেটের কাছে একটি মটরসাইকেল ও একটি সাদা মাইক্রোবাসে কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর একজন লোক মাইক্রোবাস থেকে নেমে গেইটের কাছেই রাখা একটি চেয়ারে বসে। তিনি প্রয়োজনীয় কাজে অফিসের ভেতরে যান। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে ওই লোককে আর দেখতে পাননি। সিকিউরিটি জসিম তাকে জানান, মাইক্রোবাসের ভেতরে থাকা লোকগুলো একজন লোককে তুলে নিয়ে গেছে। তিনি ধারণা করেন, তারা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হতে পারে।

এসআই আবুল কালাম আজাদ, সেকেন্ড অফিসার, টঙ্গী মডেল থানা, গাজীপুর

এসআই আবুল কালাম আজাদ অধিকার প্রতিনিধির সঙ্গে জামালের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

গাজী রুহুল ইমাম, অফিসার ইনচার্জ, টঙ্গী মডেল থানা, গাজীপুর

গাজী রুহুল ইমাম অধিকারকে বলেন, তিনি শুনেছেন জামাল নামে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন। র‍্যাব সদস্যরা নাকি কোন দূর্বৃত্ত দল জামালকে তুলে নিয়ে গেছে তদন্ত ছাড়া তিনি এ ব্যাপারে বলতে পারবেন না বলে জানান। জামালের নামে ১২ টি মামলা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সোহায়েল, স্পেশাল কোম্পানী, র‍্যাব-১, প্রধান কার্যালয়, উত্তরা, ঢাকা

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সোহায়েল অধিকারকে বলেন, র‍্যাব সদস্যরা জামালকে তুলে নিয়ে গেছে মর্মে, জামালের পরিবার র‍্যাব-১ বরাবর একটি অভিযোগ দিয়েছে, যা তদন্তাধীণ রয়েছে। এছাড়া জামালের পরিবার যে ধরণের অভিযোগ করেছে, তা সঠিক নয় বলেও তিনি জানান। কারণ যেদিন জামাল অপহরণ হয় সেদিন তিনি গাজীপুরের শিমুলতলীতে কর্মরত ছিলেন। তিনি জানান,

এর আগেও জামালকে র‍্যাব সদস্যরা গ্রেপ্তার করেছিল। যদি র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে গুম করবে তাহলে আগেই করতো। সুতরাং র‍্যাব সদস্যরা জামালকে গ্রেপ্তার করেনি বলে তিনি দাবি করেন।

মোঃ মোশাররফ হোসেন, উচ্চমান সহকারী, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), মিরপুর-১৩, ঢাকা

মোঃ মোশাররফ হোসেন অধিকারকে জানান, জামালকে তুলে নেয়ার সময় দুর্বৃত্তরা যে মাইক্রোবাসটি ব্যবহার করেছিল তার নম্বর ঢাকা মেট্রো-চ-১১-৭১০৮, চ্যাসিস নম্বর এ৭ আর ৬০-০৪৩৩২৩, ইঞ্জিন নম্বর ১ এজেড-৫১৯১০৫৫; তৈরির সাল-২০০৫ এবং মালিক মোঃ রেনু মিয়া, পিতাঃ তারা মিয়া, সুইট হোম, বাড়ী নম্বর ১/এ, রোড নম্বর ২৩, গুলশান-১, ঢাকা।

লকন মিয়া (৫৪), গ্রামঃ লামুয়া, থানাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার

লকন মিয়া অধিকারকে জানান, মাইক্রোবাসটির মালিক ছিলেন তাঁর ভাগিনা রেনু মিয়া। রেনু মিয়ার নামেই বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) থেকে মাইক্রোবাসের লাইসেন্স করা ছিল। প্রায় ১ বছর পূর্বে তিনি রেনু মিয়ার কাছ থেকে মাইক্রোবাসটি কিনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নামে মাইক্রোবাসটির মালিকানা পরিবর্তন করেননি। তিনি চালক দিয়ে কখনও ভাড়ায় বা কখনও নিজেই তা ব্যবহার করেন। পূর্বে মাইক্রোবাসটি ঢাকা মহানগরীর গুলশান-১ নম্বরে থাকলেও বর্তমানে মাইক্রোবাসটি মৌলবীবাজার জেলাতেই চালান। এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

ছালিক মিয়া (২৩), লকন মিয়ার গাড়ির চালক, গ্রামঃ লামুয়া, থানাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার

ছালিক মিয়া অধিকারকে জানান, তিনি প্রায় ১১ মাস হল লকন মিয়ার মাইক্রোবাসের চালক হিসেবে চাকুরী করেন। তিনি এখন মাইক্রোবাসটি চালান। তিনি আর কিছু বলতে রাজি হননি।

অধিকার এর পর্যবেক্ষণ

অধিকার জামালের অপহরণের ব্যাপারে ভিকটিমের স্বজন, পুলিশ, র‍্যাব ও মাইক্রোবাসের মালিক চালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বক্তব্য গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরাই জামাল অপহরণ ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ছাড়া অধিকার এর অনুসন্ধানে এই ঘটনার প্রকৃত তথ্য, উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিয়মাণ হয় যে, লকন মিয়ার গাড়ী ভাড়া নিয়েই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অপহরণের ঘটনা সংগঠিত করে। অধিকার এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে জামালকে খুঁজে বের করে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি বিধানের দাবী জানাচ্ছে সরকারের কাছে।

-সমাপ্ত-